দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

050

তারিখ 19 DEC 1988
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

১১

দ্বিগুণ ফি

সাধারণভাবে দেখতে গেলে, আমাদের বাণিজ্যিক সাফল্য খুব চমকপ্রদ না হলেও সমাজের অনেকের মনে বাণিজ্যিক বিবেচনা অত্যন্ত পাকাপোক্ত আসন করে নিয়েছে। সত্যি বলতে গেলে অনেকক্ষেত্রে ব্যবসায়ী দৃষ্টিভঙ্গী এত বেশি প্রাধন্য পায় যে মানবিক বিবেচনাও তার কাছে ম্লান হয়ে যায়।

নবীনগর থেকে দৈনিক বাংলার সংবাদদাতা জানিয়েছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার শতাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত হারে পরীক্ষার ফি আদায় করা হচ্ছে। কোথাও দ্বিগুণ আবার কোথাও বা তিনগুণ অধিক ফি নেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যেখানে শিক্ষার্থীদের নৈতিক চরিত্র গড়ে ওঠার কথা সেখানেই দুর্নীতি। অবশ্য এ ধরনের কোন কথা বলে হইচই বাধবার চেষ্টা করেও লাভ নেই। কারণ দীর্ঘদিন যাবত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির হরেক রকম দুর্নীতির খবর শুনে আমরা প্রায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। কিন্তু শিক্ষা নিয়ে এই নীতিহীন ব্যবসা যে আমাদের দেশের শিক্ষার বিকাশের পথে অন্যতম প্রধান বাধা এতে সন্দেহ নেই। আমাদের দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষার্থী দরিদ্র পরিবার থেকে আসে। তাদের দ্বিগুণ তিনগুণ পরীক্ষার ফি দেবার জন্য চাপ দেওয়া হলে অবশ্যই অভিভাবকদের ওপর অবাঞ্ছিত চাপ সৃষ্টি করা হয়। এরকম চাপ সহ্য করার ক্ষমতা অধিকাংশেরই নেই। এর ফলে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেকের পক্ষে পরীক্ষা দেয়া নাও সম্ভব হতে পারে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে এভাবে অবৈধ অর্থ সংগ্রহের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই রকম অবৈধ অর্থসংগ্রহের ভিত্তি কি সে বিষয়েও তদন্ত করে দেখা উচিত। এই বাড়তি অর্থের বিনিময়ে কি শিক্ষার্থীদের নির্বাচনী পরীক্ষায় পাস করিয়ে দেবার চুক্তি হয়? সেরকম হলে অবশ্য দরিদ্র পরীক্ষার্থীরাও হয়ত কষ্ট করে বাড়তি ফি-এর যোগান দেবেন। কিন্তু এর ফল হিসাবে চূড়ান্ত পরীক্ষার রেজাল্ট বের হলে হয়ত দেখা যাবে ফেলের হার আরো ভারী হয়েছে।

শিক্ষাঙ্গনে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমরা কোন নীতিকথা বলতে চাই না। বাস্তবতার দাবীতেই ব্যাপারটা বন্ধ হওয়া উচিত। দুর্নীতির ব্যবসা শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশকে শিক্ষার প্রতিকূল করে তুলেছে। আমাদের শিক্ষা সম্পর্কিত আশা আকাংখার বাস্তবায়ন চাইলে এর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরী।